১১-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা হলেন দীন নাথ (গরিব নিবাজ), তোমরা দীন সন্তানরাই বাবার কাছে এক মুঠো জ্ঞান নিয়ে বিত্তবান হও, বাবা তোমাদের নিজ সম স্বরূপে পরিণত করেন"

প্রশ্নঃ- যেমন গায়ন আছে, অসুরদের দ্বারা এই রুদ্র যজ্ঞে কিভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় ?

উত্তর :- মানুষ ভাবে অসুররা হয়তো যজ্ঞে অপশিষ্ট বস্তু গোবর ইত্যাদি ঢেলে যজ্ঞ ভঙ্গ করেছে, কিন্তু তা নয়। এখানে যখন কোনো বাচ্চার অহংকার জাগে, কোনো রকম বিপত্তি স্বরূপ গ্রহন লাগে তখন যেন অপশিষ্ট বর্ষণ হয়, ক্রোধ বশতঃ মুখের কথা অপশব্দ হয়ে যায়, তখন রুদ্র যজ্ঞে বিরাট বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অনেক বাচ্চারা সঙ্গ দোষে নিজের জমা খাতা খারাপ করে দেয়। মায়া চড় লাগিয়ে সর্ব শক্তি শূন্য করে দেয়।

ওমশান্তি। স্মরণে বসে আছ মানেই যোগে বসে আছ। প্রত্যেকে জানে আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এ হল গুপ্ত রূপে পরিশ্রম। এতে কোনো প্রশংসার কথাই নেই। বাবা কতখানি নিরহংকারী হয়ে থাকেন, যাঁর মধ্যে প্রবেশ করেন তিনিও হলেন কত নিরহংকারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অসংখ্য সন্তান রয়েছে। তবুও ওঁনার চাল চলন কত সাধারণ , বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিটির চাল চলন যেমন হয় । নিরাকারকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় -- নিরহংকারী। তিনি গুপ্ত রূপে আছেন কিনা। ওনার এই বাসনা থাকে না যে আমার প্রদর্শন হোক। আড়ম্বর দ্বারা সবাই জানতে পারে। আড়ম্বর দ্বারা তো খ্যাতি আসে। বাবা বলেন এই সব নিয়ম হল কলিযুগী দেহ অভিমানীদের। বাবা এখানে শান্ত ভাবে আসা যাওয়া করেন । বাবা তো সর্বদাই বলেন স্টেশনে কেউ যেন না আসে। কোনো হাঙ্গামা নয়। বাবা বলেন আমায় গুপ্ত রূপে থাকতে দাও, এতেই মজা আছে। আড়ম্বর হুল্লোর করা মানুষদের বা বড়ো বড়ো ব্যক্তিদেরকে মারতে বা আঘাত শানাতে মানুষ দেরি করেনা। বাবা তো হলেন উঁচু থেকে উঁচু। দীনের থেকেও দীন হয়ে চলেন। বাবা তো হলেন দীনের নাথ তাইনা। দীন দুঃখীদের সঙ্গেই দেখা করতে আসেন। বিত্তবান মানুষ তো বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করে। এঁনাকে তো দীন দুঃখী মানুষের কাছে বাবা-ই হলেন প্রিয় জন । দীন দরিদ্রদের উপরে করুণা হয়। তাই বাবা দীন দুঃখীদের দয়া করেন, উপকার করেন। মুঠো ভরে জ্ঞান দান করেন যাতে তোমরা বিত্তবান হও। বিত্তবান মানুষ এখানে থাকতে চাইবে না । তাদের এই জ্ঞান মার্গের প্রয়োজন নেই। বিত্তবান মানুষ গভর্নমেন্টকে অনেক সাহায্য করে। খ্যাতি ছড়ায় । দানী মানুষদের নাম খবরের কাগজে বেরোয়। এখানে গরিব দান করলে কাগজে নাম বের করা উচিত। এক মুঠো চাল দিয়ে মহল প্রাপ্ত করে। বাবা হলেন দীননাথ - গায়ন আছে। সবার সঙ্গেই দেখা করেন। ধনী ব্যক্তি মসলা বিক্রেতার সঙ্গে দেখা করবে না । এখানে তো আছেই গরিব মানুষ। তাদেরকেই বিত্তবান করতে হবে। বাবা তো হলেন গুপ্ত। কল্প পূর্বের মতন গরিব মানুষেরাই বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করবে। ড্রামাতে রয়েছে। বিত্তবান মানুষ সমর্পিত হতে পারেনা। হ্যাঁ শিববাবাকে কেউ নিজের উত্তরাধিকারী করলে কামাল করে দেখাতে পারে। বাবা বলেন আমি আসি এই সাধারণ দেহে। গায়ন আছে নিরাকারী, নিরহঙ্কারী। গীতও আছে .... লেপের মধ্যে কর্তা (অর্থাৎ একজনের শরীরের মধ্যে আর একজন এসে বসেছে)... দেখো শীতের সময় বাবা লেপ গায়ে দিয়ে বসেন, তাই না! পতিত পাবন বাবাকে কেউ জানেনা। বাবা বসে বোঝান যে হে ভারতবাসী বাচ্চারা--- তোমাদের স্বর্গের মালিক কে বানিয়েছে ? লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র এখানেই রাখা আছে। এখানে তোমরা অবিনাশী জ্ঞান

রত্ন প্রাপ্ত কর এবং দান কর। তন মন ধন সমর্পিত করো, তার ফল তো পাবে - তাইনা। অজ্ঞান কালেও অনেক দান করলে ধনীদের ঘরে জন্ম লাভ হয়। এখানে তোমরা বাবার কাছে সমর্পণ করো, তাই পরবর্তী কালে যারা বিত্তবান হবে তাদের কাছে জন্ম নেবে। তারপর তোমরা সেখানে মহল অট্টালিকা তৈরি করবে। দুনিয়া তো এইটাই থাকবে। বৈকুন্ঠ কোথাও ছাদে রাখা আছে নাকি। জিজ্ঞাসা করে তোমাদের বাবা কোথায় গেছেন ? বলবে কাশী বাস করে মুক্তি পেয়েছেন অর্থাৎ স্বর্গে গেছেন। কিন্তু এখন তোমরা জানো মুক্তি জীবনমুক্তি কেউ পায়নি। সবাই এখানেই আসে। কর্ম অনুসারে এক দেহ ত্যাগ করে অন্য ধারণ করে। বাবা কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বোঝাচ্ছেন। রাবণ রাজ্যে যে কর্ম মানুষ করে সেসব বিকর্মে পরিণত হয়। পূর্ণ বয়স কালেই হিসাব নিকেশ তৈরি হয়। ছোটো বাচ্চাদের কোনো কিছু জমা হয় না । বাচ্চা বড় হলে মা বাবা তাকে কাম কাটারিতে চাপিয়ে দেয় অর্থাৎ বলি দেয় । এও তো কর্ম বিকর্মে পরিণত হল। সেখানে (সত্যযুগে) মায়ার রাজত্ব নেই। এইসব কোনো মানুষ জানেনা।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের দেহী-অভিমানী হওয়া শেখাচ্ছেন। অন্য কোনো সৎসঙ্গে এমন বলা হয় না যে তোমাদের আত্মাতে সম্পুর্ণ পার্ট নিহিত আছে। আত্মা একটি দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে পার্ট প্লে করে। আত্মা কান দিয়ে শোনে। এবারে তোমাদের সেল্ফ রিয়ালাইজেশন করানো হয়েছে। আমরা হলাম আত্মা, আমরাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। আত্মার এই সময়েই নিশ্চয় হয়। ফলে দেহ অভিমান শেষ হয়। এটা হলই প্রথম অবগুণ। দেহ-অভিমান আসলেই অন্য সব বিকার উৎপন্ন হয়। তাই এখন দেহী-অভিমানী হতে হবে। বাবা, আমরা আত্মারা, তোমার কাছে এলাম বলে । আমরা ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছি। ড্রামা এখন সম্পূর্ণ । এবারে আমাদের নতুন জন্ম লাভ হবে। খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত তাইনা। সর্প যেরকম খোলস ছেড়ে নতুন ধারণ করে। সন্ন্যাসী এই দৃষ্টান্ত দিতে পারেনা। এখানেও তোমরা নতুন খোলস অর্থাৎ দেহ ধারণ করার পূর্বে পুরানো দেহ ত্যাগ কর । আর সেখানে (স্বর্গে) আপনা থেকেই পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন ধারণ কর। বাচ্চারা জানে যে এখন আমরা এই পুরানো দেহ ত্যাগ করে নিজ ধামে ফিরব । তারপরে স্বর্গে এসে সময় অনুসারে পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন ধারণ করতে থাকবো। সর্প অনেক বার খোলস ত্যাগ করে। তোমাদের এখানে প্র্যাক্টিস করানো হয়। এটা হল ৮৪ জন্মের জীর্ণ খোলস, যাকে শ্যাম বর্ণ বলা হয়। দেহ টি শ্যাম বর্ণ তাই আত্মাও হয়েছে শ্যাম বর্ণ। সোনা ২৪ ক্যারেট হলে অলংকারও সেরকম তৈরি হয়। পূর্বে সোনায় কিছু মেশানোর নিয়ম ছিল না । খাঁটি সোনা চলতো। এইসব গিনি সোনা ইত্যাদি বিলায়েত থেকে এসেছে। বিলায়েতে খাঁটি স্বর্ণ মোহর তৈরি হয়না , এখানেই খাঁটি স্বর্ণ মোহর প্রচলনে ছিল। এখন তো সবই হয়েছে দামী। সোনায় খাদ মেশানো হয়। তোমাদের হৃদয়ে গুপ্ত খুশি আছে যে আমরা তো সেখানে গিয়ে সোনার মহল তৈরি করব। যেমন এখানে পাথরের দেওয়াল , সেখানে হবে সোনার দেওয়াল। আমরা পারসবুদ্ধিতে পরিণত হই, ফলে মহল ইত্যাদিও সোনার তৈরি করি। পুরানো সব শেষ হয়ে যাবে। এই ড্রামাকে বড়ই যুক্তি সহকারে বুঝতে হবে। নতুন দুনিয়ায় সবকিছুই নতুন হয়। এইসব কতই সহজ কথা। আচ্ছা, এও যদি বুঝতে না পারো তবে বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ কর, তাই এত সূক্ষ্ম মিহি কথা বাবা পরে বুঝিয়েছেন। শুরুতে খুবই সরল সহজ কথা শোনাতেন। এমন কি বলা যাবে যে বাবা এইসব কথা আপনি প্রথমে কেন বলেননি যে আত্মা এত সূক্ষ্ম হয়। ড্রামা অনুযায়ী যা কিছু হচ্ছে , কল্প পূর্বেও যেমন বোঝানো হয়েছিল -- তেমনই বোঝানো হচ্ছে। মানুষ এই ড্রামার বন্ধনে বাঁধা রয়েছে। কল্প পরেই আবার এইরূপ বোঝাচ্ছেন। তবুও এভাবেই বোঝাবেন । অনেক বাচ্চারা সাধারণ রূপ দেখে সংশয় অনুভব

করে, উল্টো কথা বলে দেয়। ভালো বাচ্চাদেরও মায়া চড় মেরে দেয়। ভাবে -- যা কিছু হল সম্পুর্ণটাই নিরাকার । সেটি ঠিক কথাই। নিরাকার না হলে তোমরাই বা কোথায় থাকতে আর আমিই বা কোথায়! কিন্তু নিরাকারের রথ তো নিশ্চয়ই চাই, তাইনা। রথ না হলে কিভাবে কী করবেন, শিববাবা কি করবেন ? রথে আসবেন তবেই তো তোমরা ওঁনার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে। "তোমার কাছেই শুনি , তোমার সাথেই বসি" । তাই রথ তো লাগবেই। আচ্ছা সাকার ছাড়া নিরাকারকে স্মরণ করে দেখাও। তোমরা জ্ঞান কি প্রেরণা দ্বারা প্রাপ্ত করবে ? তাহলে আমার (ব্রহ্মাবাবার) কাছে এসেছ কেন ? এই বাবাও বলেন (ব্রহ্মাবাবা) বর্সা তো শিববাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত হবে। শিববাবা বলেন আমি এই সাধারণ দেহে বসে পড়াই। পড়াশোনা তো নিশ্চয়ই চাই তাইনা। অনেক ভালো বাচ্চাদেরও মাথা ঘুরে যায়। দু চারটে সেন্টার খুলে দিয়েই অহংকার এসে যায়। তখন উল্টো কথা বলতে থাকে। তারপর যখন বুদ্ধিতে আসে আমরা এই কাজটা ঠিক করিনি , তখন প্রায়শ্চিত্ত করে। বাবা বলেন আমি সাকার ছাড়া বোঝাব কিভাবে। এইসবে প্রেরণার কোনো কথাই নেই। আমি শিক্ষক রূপে বসি। দীন দরিদ্রদের জন্যে মাথা ঘামাই। দীন দরিদ্রদের দান করা উচিত। কোনো কথা বুঝতে না পারলে বলো আচ্ছা বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করে বলব কারন জ্ঞানের এখনো অনেক মার্জিন রয়েছে অর্থাৎ বাকি আছে। ভবিষ্যতে সব বুঝবে। দিন প্রতিদিন তোমরা নতুন নতুন পয়েন্ট শুনবে। তোমাদের একেবারেই নিরহঙ্কারী হয়ে থাকতে হবে। অহংকার আসলেই সমস্ত অপশিষ্ট বেরিয়ে আসে। অপশিষ্টের যেন বর্ষণ হয়। বলাও হয় রুদ্র যজ্ঞে অসুর দ্বারা অপশিষ্ট প্রক্ষেপিত হয় -- তারা ভাবে গোবর ইত্যাদি হবে হয়তো। সত্যিই এসব হল গোবর সম। ফালতু কথা বলা আরম্ভ করে দেয়। ক্রোধ ইত্যাদি করা একরকম গোবর প্রক্ষেপণ করাই বলা যায়। চলতে চলতে পরিস্থিতির গ্রহন লাগলে দূরত্ব এসে যায়। মায়া চড় মেরে একবারে সর্ব শক্তিহীন করে দেয়। উপার্জনে গ্রহণ তো লাগেই তাইনা। তবে বলা হয় আশ্চর্য হয়ে শোনে, সঙ্গদোষে নিজের জমা খাতা খারাপ করে দেয়। বাবা বলেন খুব সাবধান থাকবে। "সঙ্গ তোলে , কুসংগ ডোবায় ...." বাবা একদম বারণ করে দেন। বড় লোকেদের শত্রুও অনেক থাকে। এখানে বিষ যুক্ত ভোজন না পেলে কামেষু, ক্রোধেশু হয়ে পড়ে। ব্যাস আমরা এনাকে শেষ করব। বাবা তো বলেন --- কাম বিকার হল তোমাদের শত্রু। তোমরা পবিত্র দেবী দেবতা ছিলে। এখন বলো আমরা পতিত দুঃখী হয়েছি। বাবা বলেন --- এই জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের থেকে বিঘ্ন আসবেই। শুরু থেকে হয়ে এসেছে। মুখ্য কথা হলই পবিত্রতার। তোমরা ডেকেছ হে পতিত পাবন আসো। তাই এখন এসেছি --- পবিত্র করতে। তাহলে আবার কেন পতিত হতে চাইছো ? বিকার নিয়েই শুরু থেকেই ঝামেলা হয়েছে। কন্যা সন্তানরা বলে -- আমরা বাবার কাছে বর্সা নেবই -- তাতে যা হয় হোক। বাবা কি করবেন ? মারবেন তো । লড়াই লাগলে কত মরে যায়। তোমাদের বাবা মারবেন না। হ্যাঁ, সহ্য নিশ্চয়ই করতে হয় , এতেই মহাবীর হতে হবে। শিবশক্তি স্বরূপের গায়ন রয়েছে তোমাদেরই। আদি দেবকে মহাবীর বলা হয়। কিন্তু অর্থ থোড়াই বুঝেছে। এখন তোমরা বুঝেছ যে মায়াকে পরাজিত করি এবং অন্যদেরও মায়াজিত করে দিই। দিলওয়ারা মন্দিরে জগৎ অম্বাও বসে আছেন। কুঠুরিতে কন্যারাও বসে আছে। মহাবীর বাচ্চারা সবাই হল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী । তোমাদের বুদ্ধিতে কত রহস্য আছে। হুবহু তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরের স্মৃতি চিহ্ন রয়েছে। গান্ধী জয়ন্তি পালন করা হয়। তিনি এই এই করেছেন, কবিগুরু এরকম ছিলেন , ভালো কাজ করেছেন। কত বিশাল জীবনী লেখা আছে। কত পুঁথি রয়েছে। এখানে তোমাদের বুদ্ধি-ই হল বিশাল পুঁথি। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত কালের রহস্য রয়েছে তোমার বুদ্ধিতে। বুদ্ধিতেই জ্ঞানের ধারণা হয়। কারো বুদ্ধি বিশাল , কারো কম । ক্রম অনুসারে আছে কিনা। এই হল নতুন জ্ঞান, যে জ্ঞান

কেবল বাবা-ই শোনাতে পারেন। এই বাবার কাছে সমর্পিত হলে বাবা তোমাদের স্বর্গের মালিক করে দেন। অসীমের পিতা পতিত দুনিয়ায় , পতিত শরীরে এসে বাচ্চাদের জন্যে কত পরিশ্রম করেন। সুতরাং বাচ্চাদেরও সমর্পিত হতে হবে। উনি - শিববাবা হলেন নিরাকার , দাতা হলেন কিনা। বাচ্চারা বলে, শিববাবা আমরা আপনাকে অর্থ পাঠিয়ে দিয়েছি , ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে। আমি হলাম নিরাকার , নিশ্চয়ই ব্রহ্মা দ্বারা নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করব। ব্রহ্মাকে ডাইরেকশন দিয়ে থাকি -- তোমাদের জন্যে তৈরি করবে। আমি তো এসেছি অল্প সময়ের জন্য , তারপর নির্বাণ ধামে ফিরে যাব। বাবা তোমাদের কতখানি স্নেহের সাথে বসে বোঝাচ্ছেন -- কত সহজ কথা , দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে একমাত্র পিতাকে স্মরণ কর । চাইলে স্বরাজ্য নাও , চাইলে প্রজা পদ নাও। তোমাদের পুরুষার্থের উপর নির্ভর করছে। এক এক জন রাজা রানীর কাছে লাখে লাখে প্রজা আসে। এই জ্ঞান তো অনেকেই শুনবে। নিজ সমান তৈরি করার পরিশ্রম করতে হবে। পবিত্র এখানেই হতে হবে। তোমরা জানো পতিত পাবন পিতা এসেছেন। কল্প পূর্বের মতন এসে আমাদের বোঝাচ্ছেন। বাবা রাজত্ব দিয়েছিলেন, রাবণ কেড়ে নিয়েছে। কিভাবে পরাজয় হয়েছে , আবার কিভাবে বিজয় লাভ হবে -- এই সবই বুদ্ধিতে আছে। অনেক বাচ্চারা ভুলে জসি। মায়া নাক দিয়ে ধরে নেয়। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি লাভ হয় পরক্ষনে জীবন বন্ধনে আটকে যায়। দেরি লাগেনা। বাবা বলেন বাচ্চারা খুব সাবধান । তোমরা রূপ-বসন্ত স্বরূপে সর্বদা মুখ থেকে রত্ন রুপী কথা বলবে। কু কথা শোনাও উচিত নয়। ভেবে নিও এই হল আমাদের শত্রু। জ্ঞানের কথা ছাড়া অন্য কথা শোনাও খারাপ। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের কে মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) প্রথম অবগুণ হল দেহ অভিমানের, সেই অবগুণ ত্যাগ করে সম্পুর্ণ দেহী অভিমানী হতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞান ধন যা বাবার কাছে প্রাপ্ত হচ্ছে, সেসব দান করতে হবে। বাবা সম নিরহঙ্কারী হতে হবে। মুখ দিয়ে রত্ন রুপী বোল বলতে হবে। কু কথা শুনবেনা।

বরদান :- সর্ব খাজানা জমা করে রুহানি নেশায় মত্ত সদা নিশ্চিন্ত বাদশাহ (বেফিকর বাদশাহ) হও ।

ব্যাখা: বাপদাদা সকল বাচ্চাদের অফুরন্ত খাজানায় ভরপুর করেছেন। যে আত্মা নিজের খাজানা যেরকম জমা করেছে তার চলন ও চেহারায় তেমন রুহানি নেশা দেখা যায়, জমা করার রুহানী নেশা অনুভব হয়। যার যত রুহানি নেশা থাকে তার প্রতিটি কর্মে সদা নিশ্চিন্ত বাদশাহীর চমক দেখা দেয় কারণ যেখানে নেশা থাকে সেখানে কোনো চিন্তা থাকেনা। যে এমন সদা নিশ্চিন্ত হয় সে সদা প্রসন্নচিত্ত হয়।

শ্লোগান - জ্ঞানী আত্মা হল সে, যে জ্ঞান নৃত্যের সঙ্গে সংস্কার মিলনের নৃত্য করতে জানে ।